১৯৭১ - ২০২৪

সিদ্ধার্থ শংকর দাশ

ঐতিহাসিক তেলিয়াপাড়া

- ১৯৭১ সালে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ৪ এপ্রিল দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ২৭ জন সেনা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
- ৪ এপ্রিল এ বৈঠকেই মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র রণাঙ্গনকে ৪ টি সেক্টরে ভাগ করেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী। ১১ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আরো ৩ টি সেক্টর যোগ করেন। ১১ জুলাই কোলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডের সচিবালয়ে মোট ১১ সেক্টর ও ৬৪ টি সাব-সেক্টরের ঘোষণা দেয়া হয়।

মুজিবনগর সরকার

- গঠনের স্থান: আগরতলা (ত্রিপুরার রাজধানী)
- গঠনের সময়: ১০ এপ্রিল ১৯৭১
- এদিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence) গৃহীত হয়।
- অন্য নাম: প্রবাসী/অস্থায়ী সরকার /বাংলাদেশের প্রথম সরকার/Govt in Exile

১১ এপ্রিল ১৯৭১

- তাজউদ্দীন আহমদ বেতার ভাষণে মুজিবনগর সরকার গঠনের ঘোষণা দেন।
- আকাশবাণীসহ গণমাধ্যমে সরকার গঠনের খবর প্রচারিত হয়।

১২ এপ্রিল

- মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়।
- বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধের ও সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- এমএ জি ওসমানীকে মন্ত্রী মর্যাদায় প্রধান সেনাপতি ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান (Commander in Chief) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৭ এপ্রিল

- মুজিবনগর সরকার **মেহেরপুর জেলার** ভবের পাড়া গ্রামের **বৈদ্যনাথতলায়** (আম্রকানন) শপথ গ্রহণ করে [প্রথমে নির্ধারিত ছিল: চুয়াডাঙ্গায়]
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র **আনুষ্ঠানিকভাবে (Proclamation of Independence) পাঠ**
- **স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু**

মুজিবনগর সরকার

- সদস্য: ৬ জন
- ধরন: রাষ্ট্রপতি শাসিত
- মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল: ১২ টি।
- শপথের সময়: ১৭ এপ্রিল
- মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার **থিয়েটার রোডের ৮ নম্বর বাড়িটিতে** ছিল প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের কার্যালয়
- **১৮ এপ্রিল** – মুজিবনগর সরকারের দপ্তর বণ্টন করা হয়

মুজিবনগর সরকার

- রাষ্ট্রপতি: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- অস্থায়ী/উপরাষ্ট্রপতি: সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমদ

প্রধানমন্ত্রী

প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

তাজউদ্দিন আহমদ: প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা

- তথ্য, সম্প্রচার ও বেতার এবং টেলিযোগাযোগ
- অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
- শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ
- সংস্থাপন ও প্রশাসন এবং যে বিষয়ের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের অন্য কোনো সদস্যকে দেয়া হয়নি।

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও জাতীয় রাজস্ব, শিল্প-বাণিজ্য, পরিবহন, খাদ্য, বস্ত্র

এএইচএম কামারুজ্জামান

- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
- কৃষি, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন

খন্দকার মোশতাক

পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী

মুজিবনগর সরকার

নারীনেত্রী: বেগম রাজিয়া ওসমান

- **২২ ডিসেম্বর ১৯৭১**-প্রবাসী সরকার বাংলাদেশে ফেরৎ আসে।
- ১২ জানুয়ারি ১৯৭২-মুজিবনগর সরকারের মেয়াদ শেষ হয়।

মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ

গঠন: ০৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সদস্য: ৫ টি রাজনৈতিক দলের ৮ জন।

মুজিবনগর সরকারের প্ল্যানিং সেল

Planning Cell: প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে স্বাধীন দেশের উপযোগী প্রশাসন ও আমলাতন্ত্রকে কীভাবে ঢেলে সাজানো যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য সরকার একটি প্লানিং সেল গঠন করে।

প্রধান অর্থনীতিবিদ ছিলেন- সনৎ কুমার সাহা ও গবেষণা কর্মকর্তা- ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বাংলাদেশ নাগরিক কমিটি (BCC)

- মুক্তিযুদ্ধকালীন ড. মুহাম্মদ ইউনুস যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের ন্যাশভিলে গঠন করেন বাংলাদেশ নাগরিক কমিটি (BCC). এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল- মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন আদায় এবং পাকিস্তানকে সামরিক সহযোগিতা বন্ধ করতে মার্কিন কংগ্রেসে লবিং করা। তথ্য প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন- 'বাংলাদেশ নিউজলেটার' নামে পত্রিকা

মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি:

এম এ জি ওসমানী

চিফ অফ স্টাফ:

অব. কর্নেল

আব্দুর রব

- সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর ছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায়

ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ ও মুক্তিবাহিনীর উপকমান্ডার: একে খন্দকার

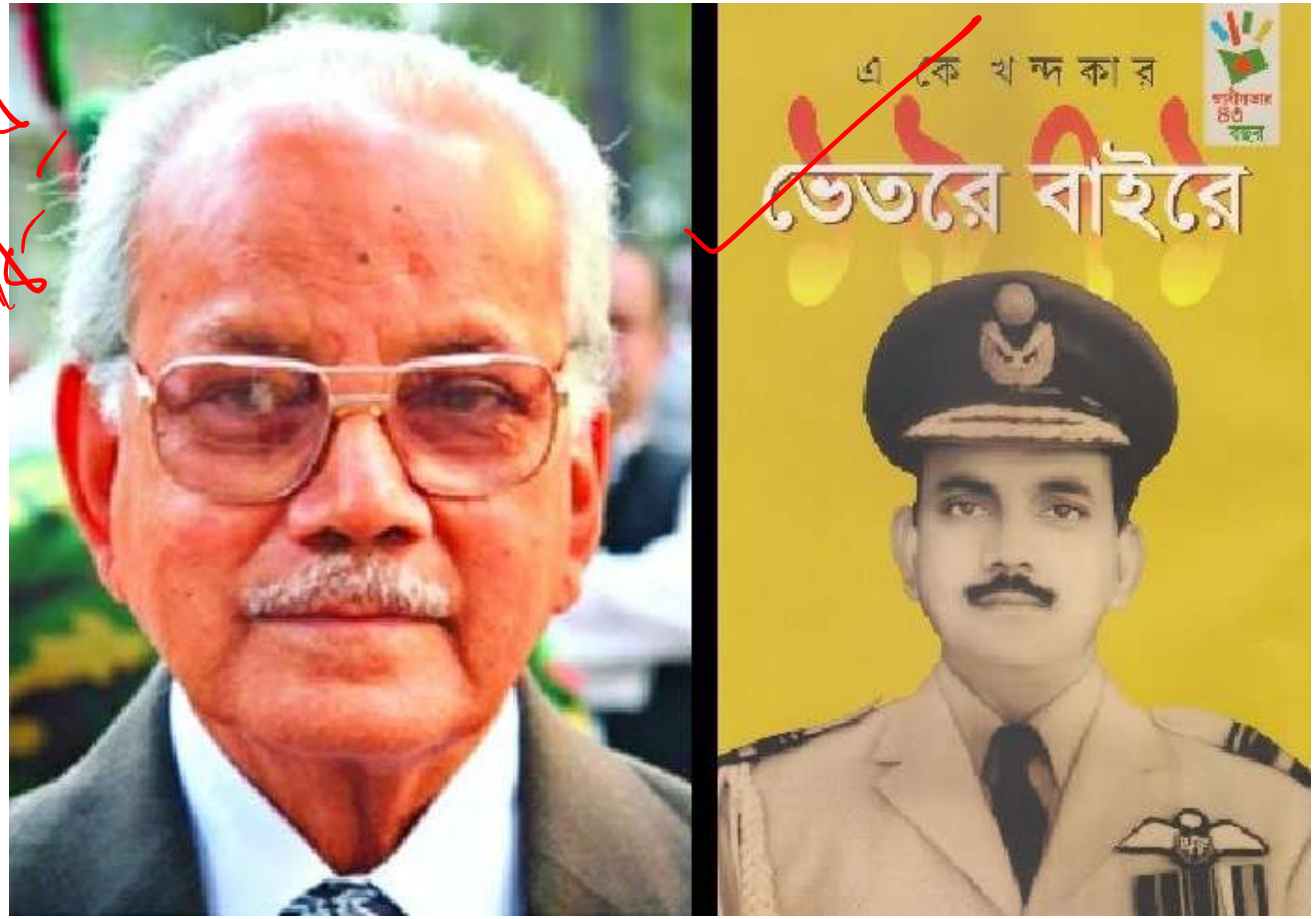

মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮-১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪)

- ১৯৪২: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ মেজর
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বার্মা (মিয়ানমার) রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর একটি ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেন।
- ৭০ নির্বাচন: সিলেট থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন
- পাকিস্তানিরা ডাকত: পাপা টাইগার নামে

মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮-১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪)

- ৪ এপ্রিল, ১৯৭১: তেলিয়াপাড়া রণকৌশলের নেতৃত্ব প্রদান করেন
- ১২ এপ্রিল, ১৯৭১: বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর (Bangladesh Forces) প্রধান সেনাপতি হন
- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১: মুক্তিবাহিনীর সিইনসি (কমান্ডার ইন চিফ) নিযুক্ত হন
- ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১: স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন
- সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬: জাতীয় জনতা পার্টি নামে দল গঠন করেন।

আবদুল করিম খন্দকার

- মুক্তিযুদ্ধে আবদুল করিম খন্দকার ছিলেন মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি (ডেপুটি কমান্ডার)
- বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রথম প্রধান
- অপারেশন কিলোফ্লাইটের সমন্বয়ক
- পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- তাঁর রচিত বই: "১৯৭১: ভেতরে বাইরে" (২০১৪ সালে প্রকাশিত)

মুক্তিবাহিনী

নিয়মিত

অনিয়মিত

নিয়মিত বাহিনী

- সেক্টর ট্রুপস
- ব্রিগেড ফোর্স

সেকটর ট্রুপস

১১ টি সেক্টর (দায়িত্ব সেক্টর কমান্ডার)

৬৪টি সাব সেক্টর

ব্রিগেড ফোর্স

- Z Force- মেজর জিয়াউর রহমান
- S Force-মেজর কে এম শফিউল্লাহ
- K Force-মেজর খালেদ মোশাররফ

অনিয়মিত বাহিনী

ছাত্র/যুবকরা

গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য এদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল।

সরকারি নাম গণবাহিনী

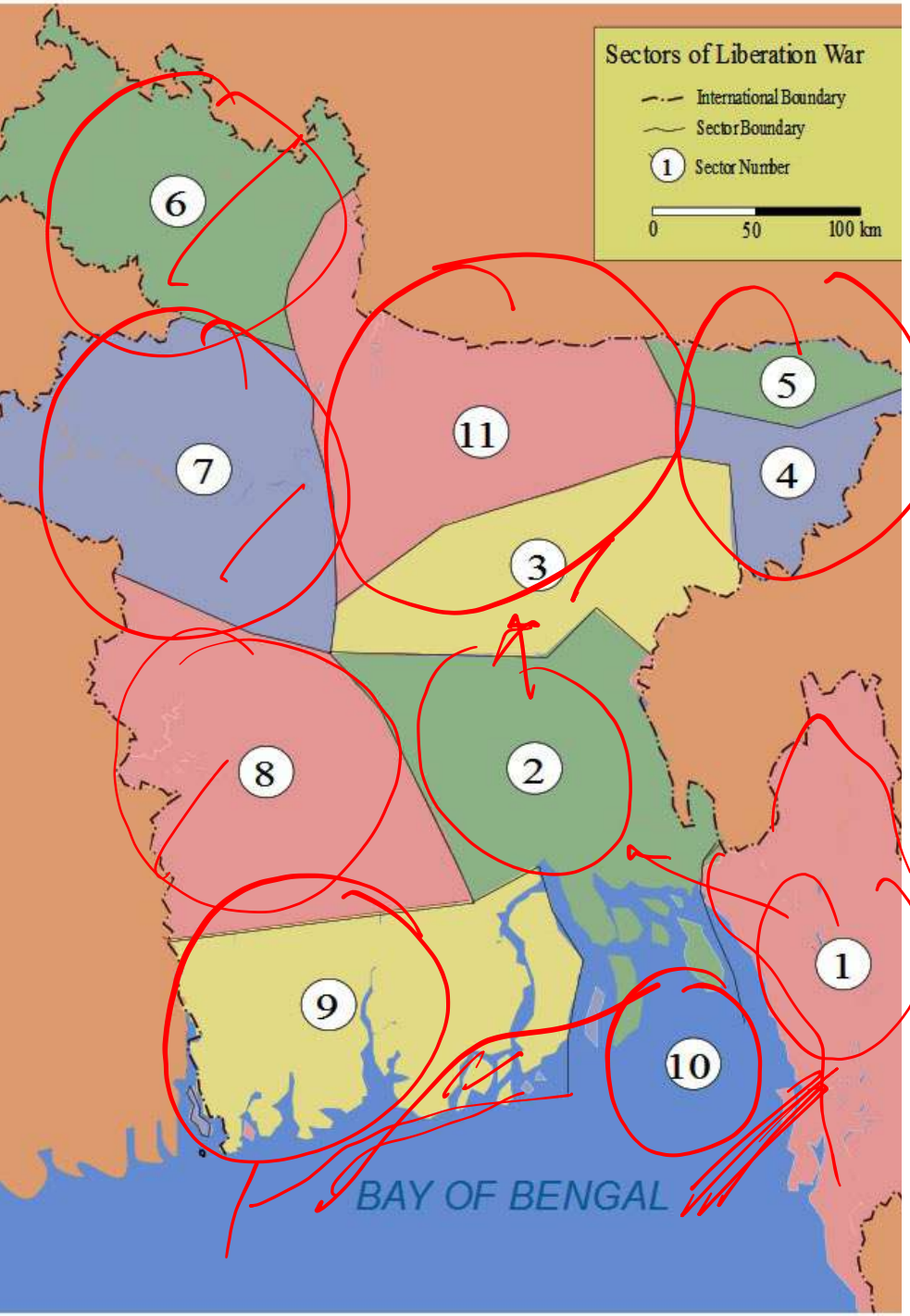

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর

১১টি

সেক্টর কমান্ডার মনে রাখার ছন্দ:

জিয়ার খাস দশ বানুর ওজন শুন্যতা

জিয়া – জিয়াউর রহমান (১ নং)

খা- খালেদ মোশারফ (২নং)

স – কে এম সফিউল্লাহ (৩নং)

দ - সি আর দত্ত (৪ নং)

শ – মীর শওকত আলী (৫ নং)

বা – উইং কমান্ডার বাশার (৬ নং)

নুর – কাজী নুরুজ্জামান (৭নং)

ও – ওসমান চৌধুরী (৮ নং)

জন- মেজর জলিল (৯ নং)

শুন্য – শুন্য (কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিলনা) (১০নং)

তা – কর্নেল তাহের (১১নং)

১নং সেক্টর

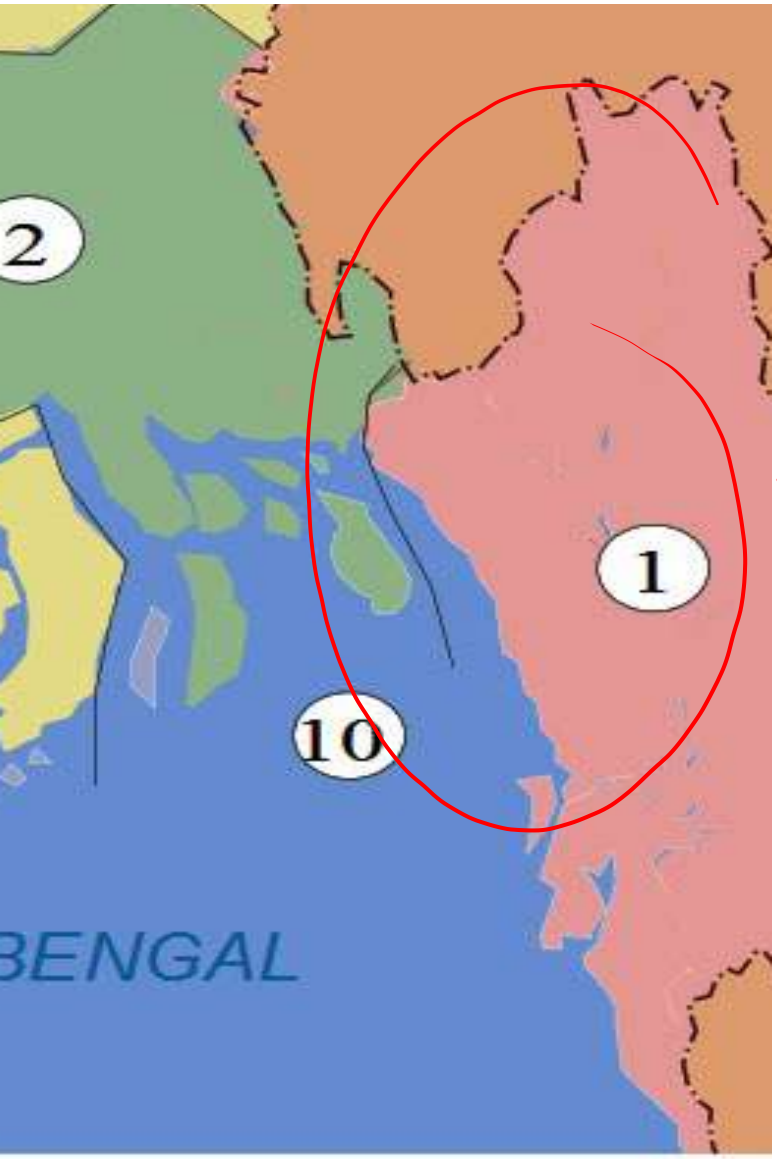

- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত
- আয়তনে বড় সেক্টর
- **সদর দপ্তর: হরিনা।**
- কমান্ডার: মেজর জিয়া, মেজর রফিকুল ইসলাম

২নং সেক্টর এবং "কে" ফোর্স

- নোয়াখালী, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত, ঢাকা শহরসহ ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, ও ফরিদপুরের অংশবিশেষ।
- **সদর দপ্তর:** মেলাঘর
- কমান্ডার: মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এটিএম হায়দার

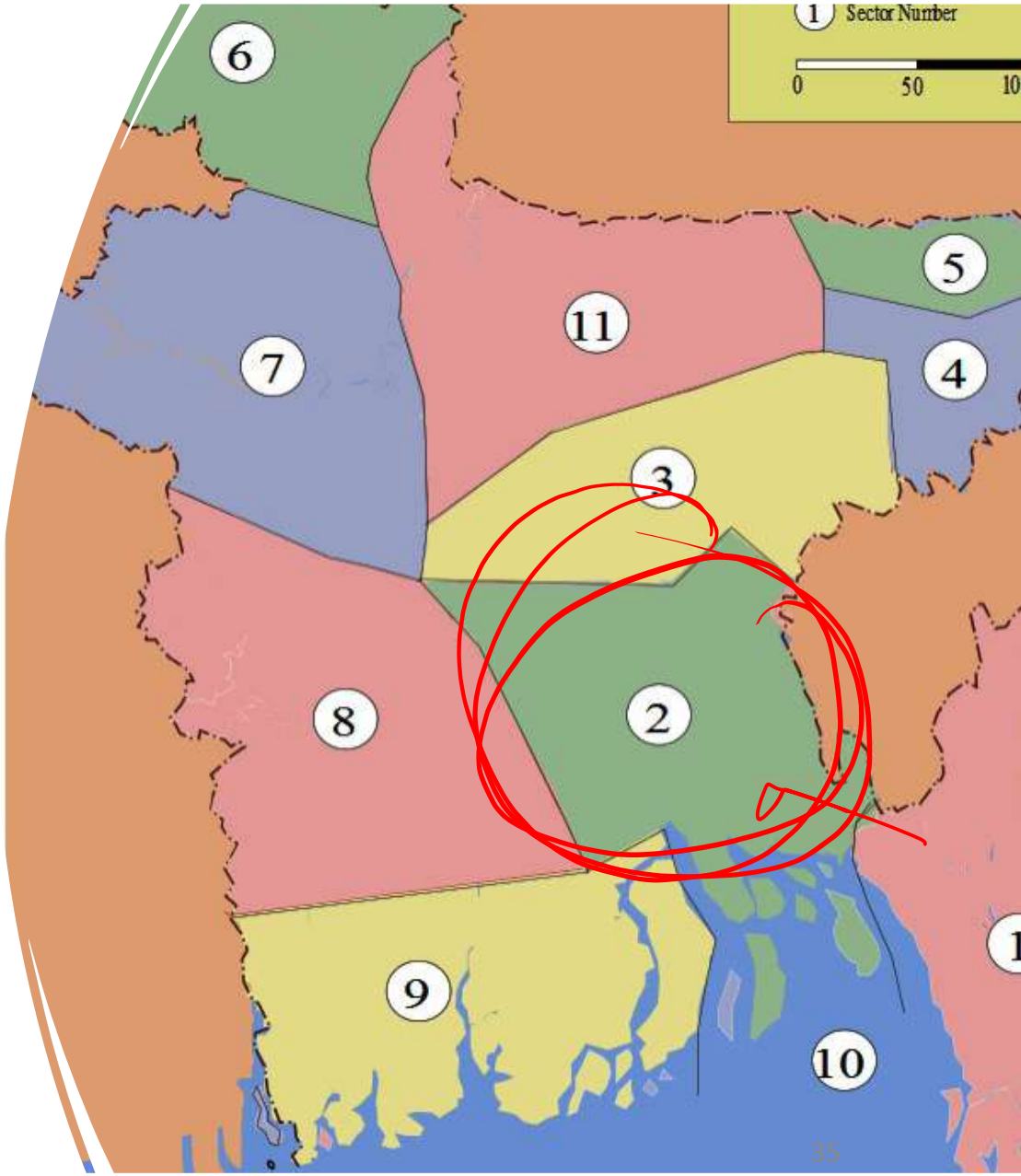

৩নং সেক্টর এবং "এস" ফোর্স

- কুমিল্লা জেলার অংশবিশেষ, সিলেট জেলার অংশবিশেষ, ঢাকা জেলার উত্তরাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা।
- **সদর দপ্তর:** হেজামারা
- সবচেয়ে বেশি উপসেক্টর (১০টি)
- কমান্ডার: মেজর কে.এম.সফিউল্লাহ, মেজর এএনএম নুরুজ্জামান

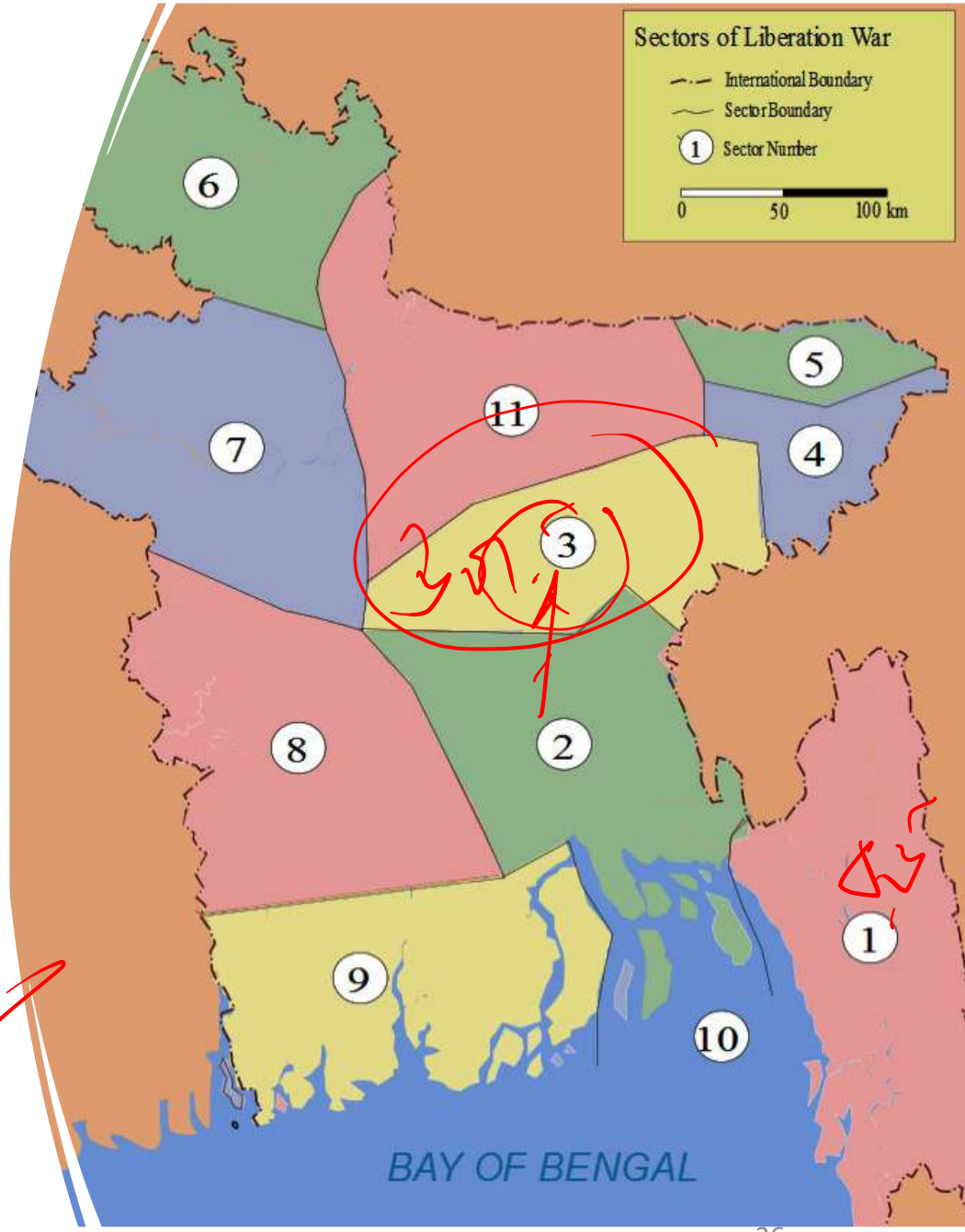

৪নং সেক্টর

- সিলেট জেলার অংশবিশেষ
- **সদর দপ্তর: করিমপুর (১ম) ও মাসিমপুর (২য়)**
- কমান্ডার: মেজর সি.আর.দত্ত

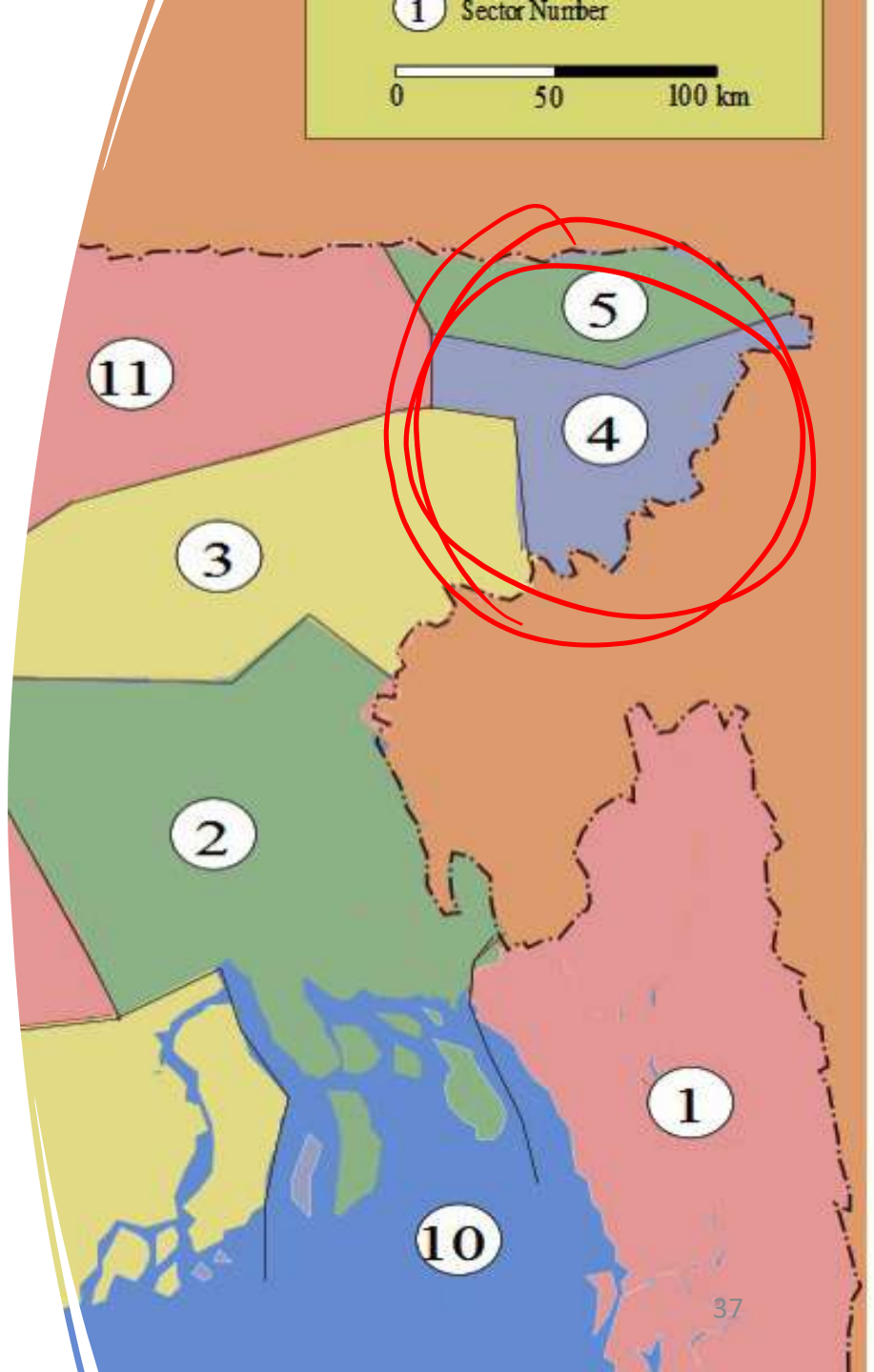

৫নং সেক্টর

- সিলেট জেলার বাকি অঞ্চল
- **সদর দপ্তর:** বাঁশতলা
- কমান্ডার: মেজর মীর শওকত আলী (টাইগার লীডার)

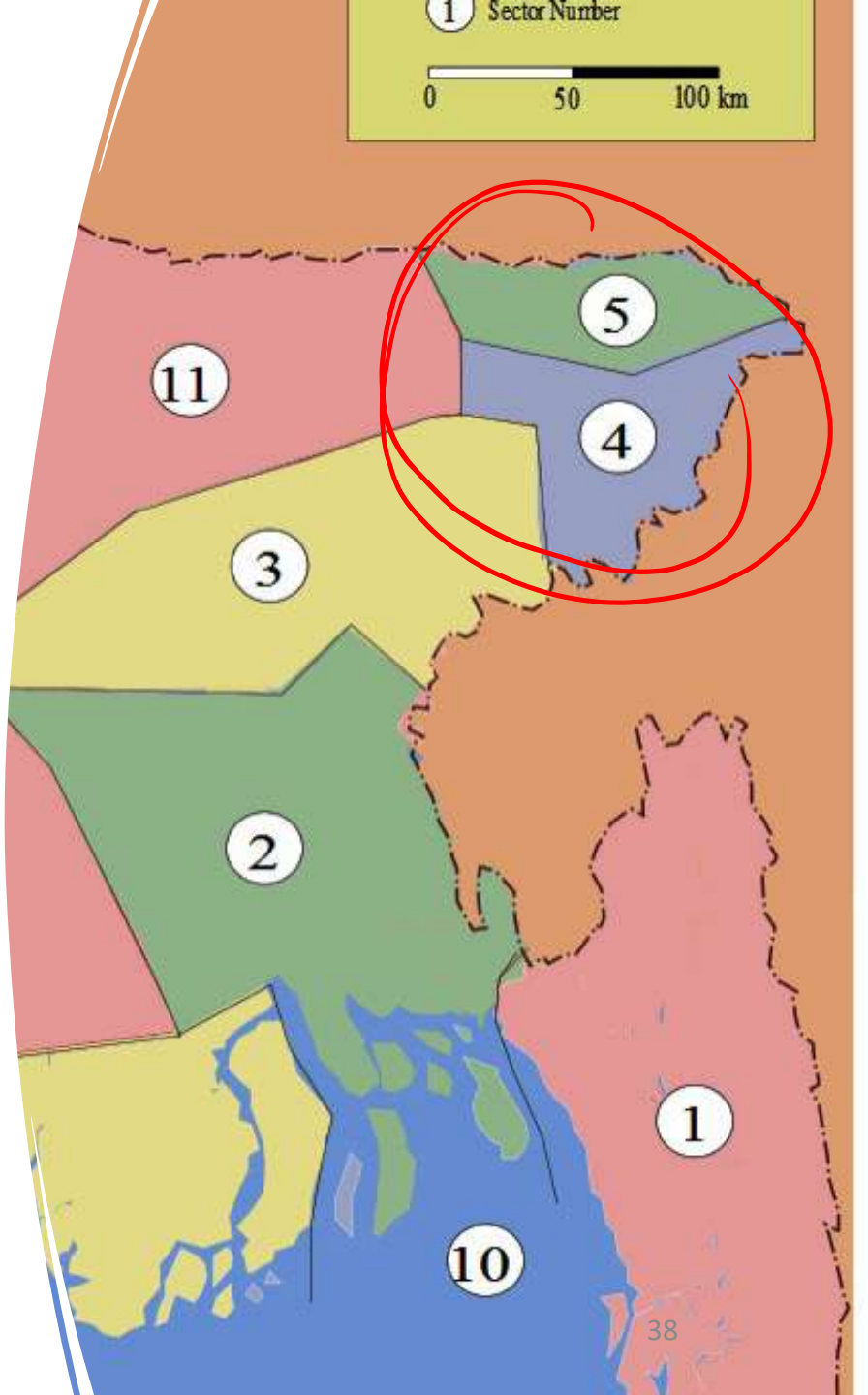

৬নং সেক্টর

- সমগ্র রংপুর, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা
- সদর দপ্তর: পাটগ্রাম
- কমান্ডার: উইং কমান্ডার এম.কে.বাশার

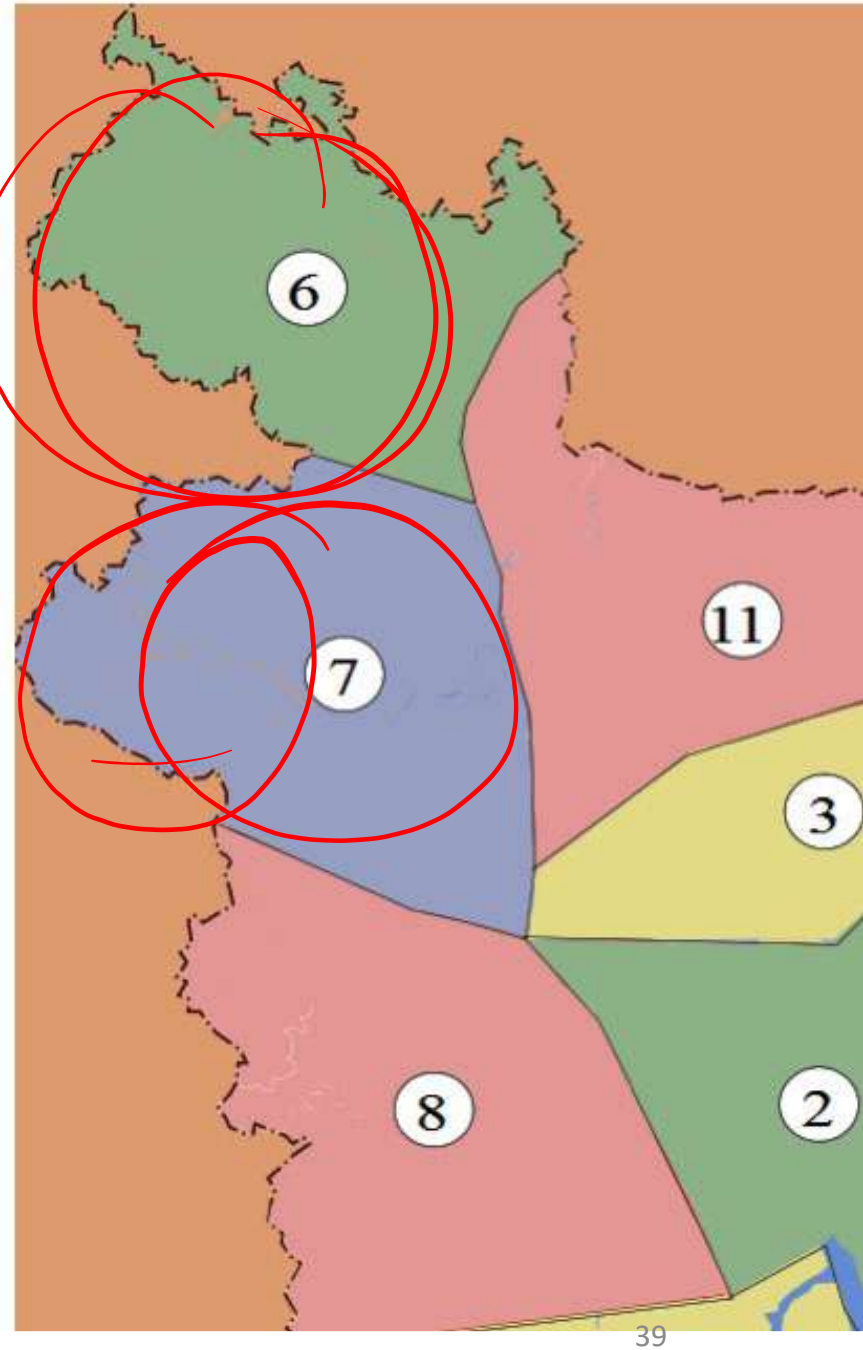

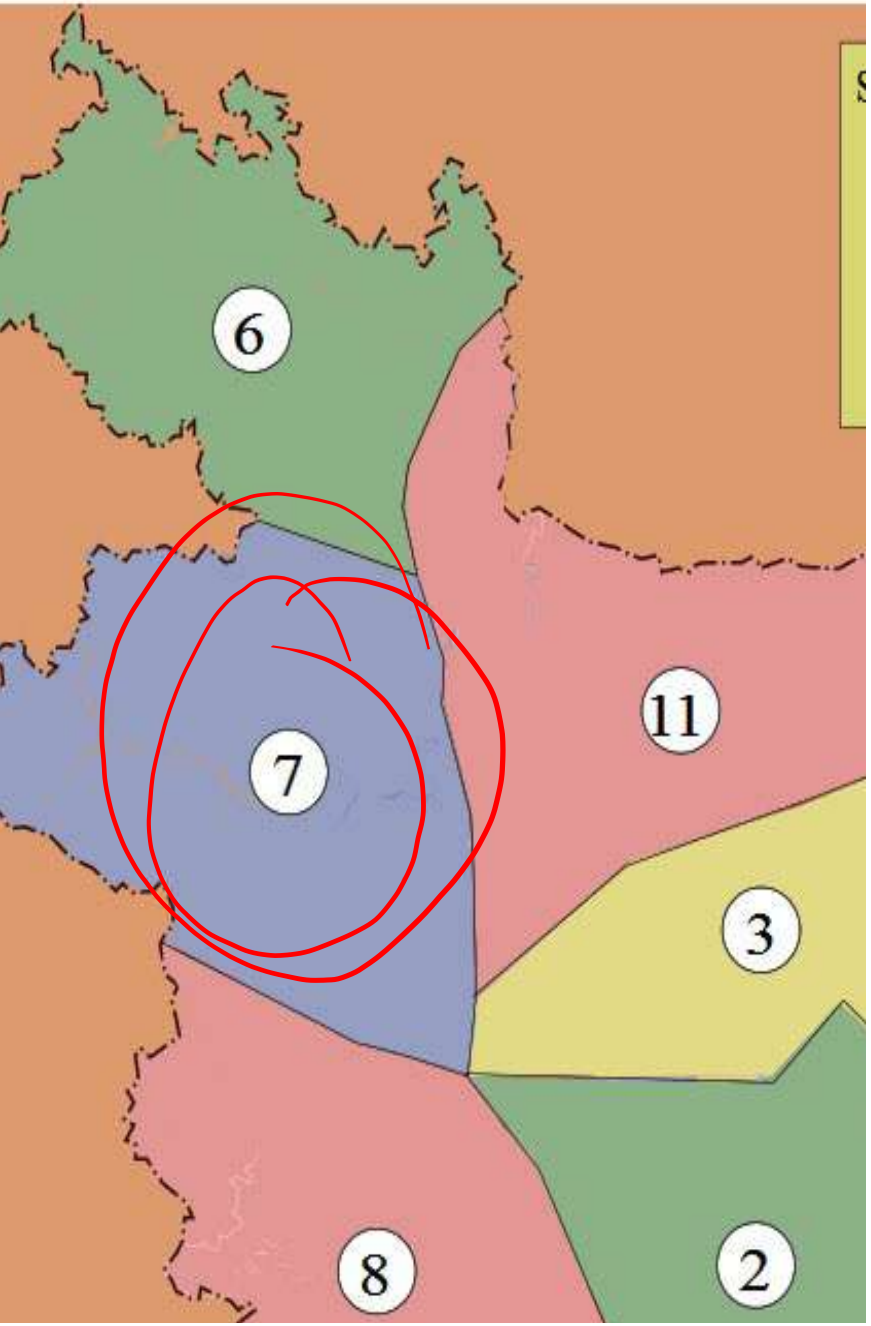

৭নং সেক্টর

- **সমগ্র বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা ও দিনাজপুরের দক্ষিণাঞ্চল**
- **সদর দপ্তর:** তরঙ্গপুর।
- কমান্ডার: মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নাজমুল হক

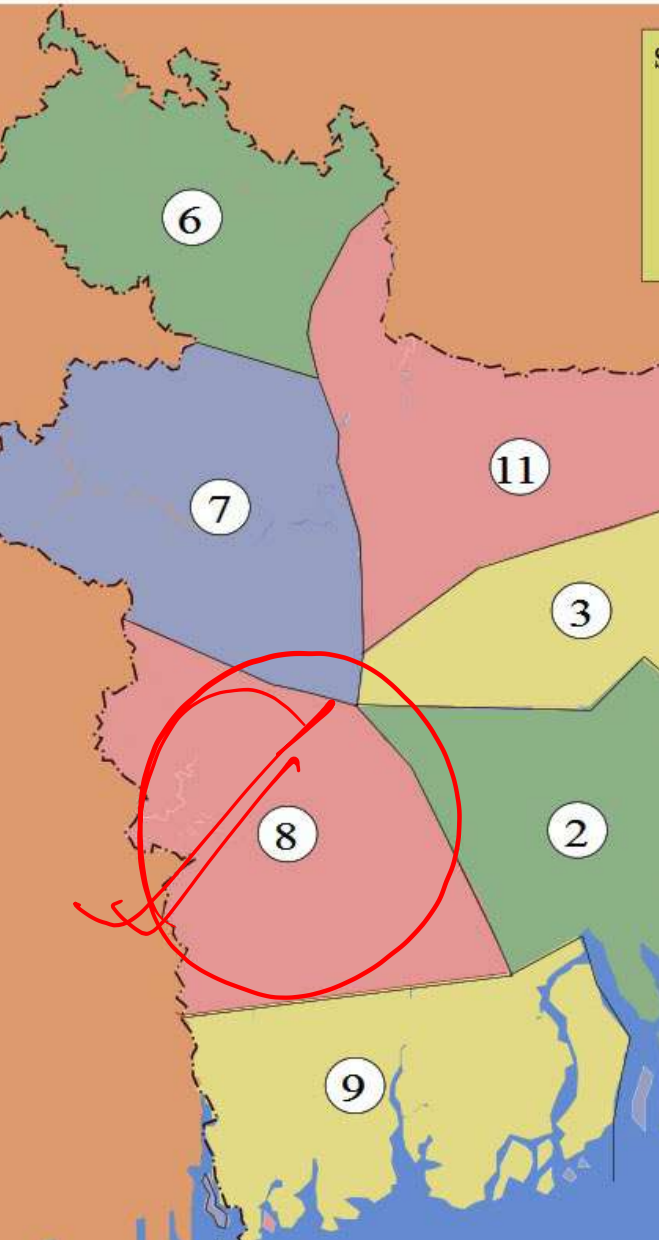

৮নং সেক্টর

- কুষ্টিয়া ও যশোর এর সমগ্র এলাকা, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা।
- মুজিবনগর এ সেক্টরে অবস্থিত।
- **সদর দপ্তর: কল্যাণী**
- কমান্ডার: মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর এম.এ.মনজুর

৯নং সেক্টর

- সমগ্র বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলা (সাতক্ষীরা বাদে), ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং গোপালগঞ্জ
- **সদর দপ্তর: টাকি, বশিরহাট**
- কমান্ডার: মেজর এম.এ.জলিল

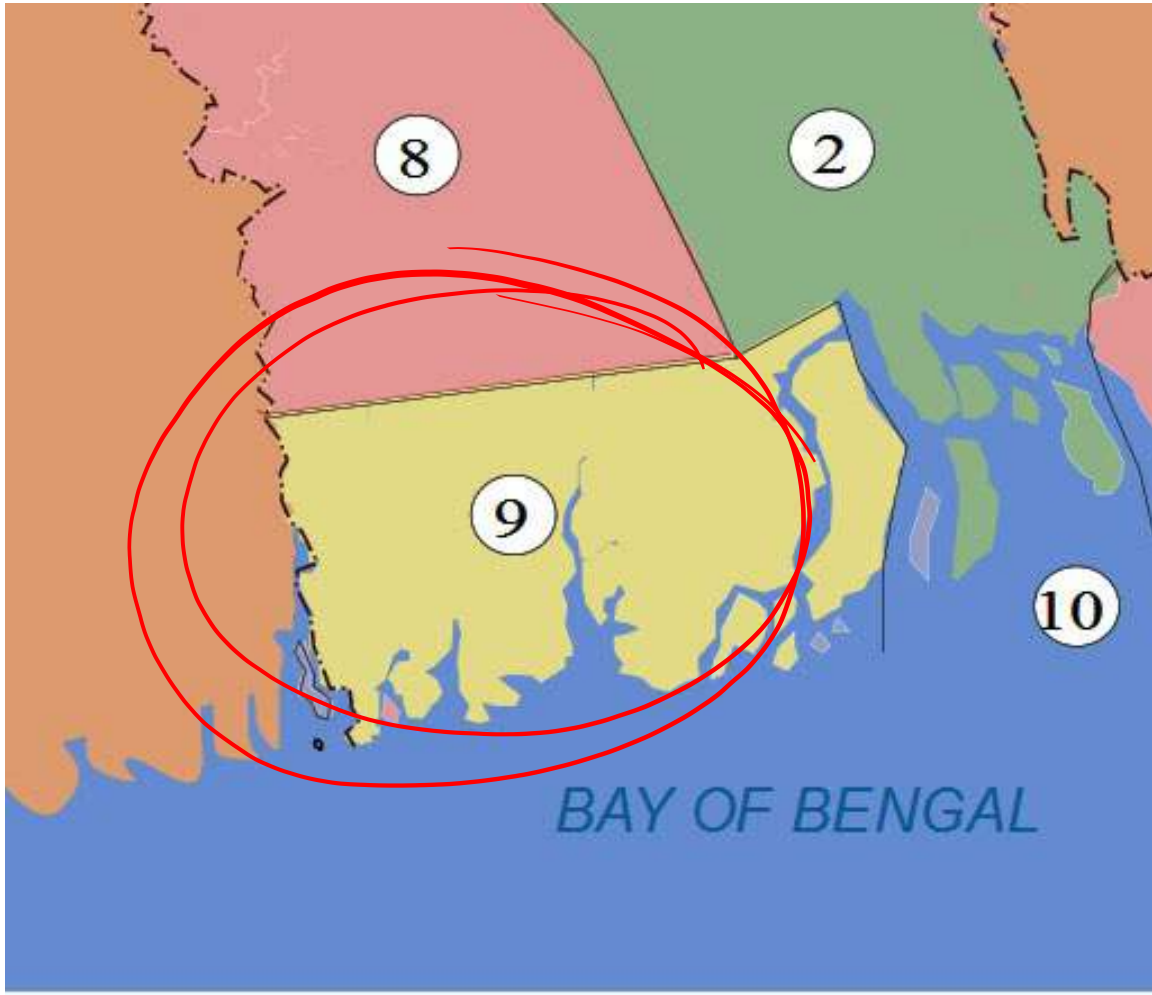

মেজর এম.এ.জলিল

এম. এ জলিল (মোহাম্মদ আব্দুল জলিল)

(৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২- ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৯)

- ৯ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার।
- তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দী (৩১ ডিসেম্বর যশোর থেকে ঢাকায় যাওয়ার পথে আরো ১৬ জন মুক্তিযোদ্ধার সাথে গ্রেফতার হন।
- জাসদ ও 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' এর নেতা।
- তাঁর রচিত গ্রন্থ- অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, সীমাহীন সমর, কৈফিয়ত ও কিছু কথা, Bangladesh Nationalist Movement for Unity: A Historical Necessity.
- মৃত্যু: ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৯ (পাকিস্তানের ইসলামাবাদে)

১০নং সেক্টর

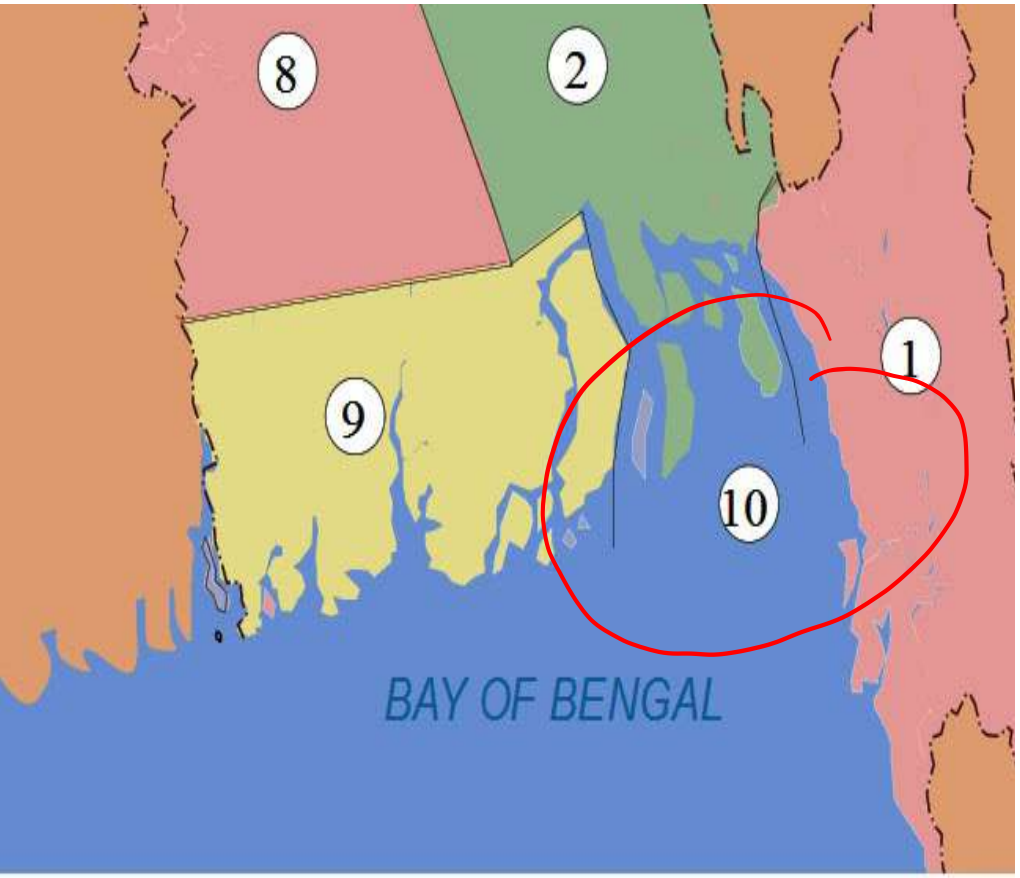

- কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। কেবলমাত্র নৌ-কম্যান্ডোদের নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলো না। সরাসরি প্রধান সেনাপতির অধীনে ছিলো। ১ নং সেক্টর থেকে বার্তা পেতো।

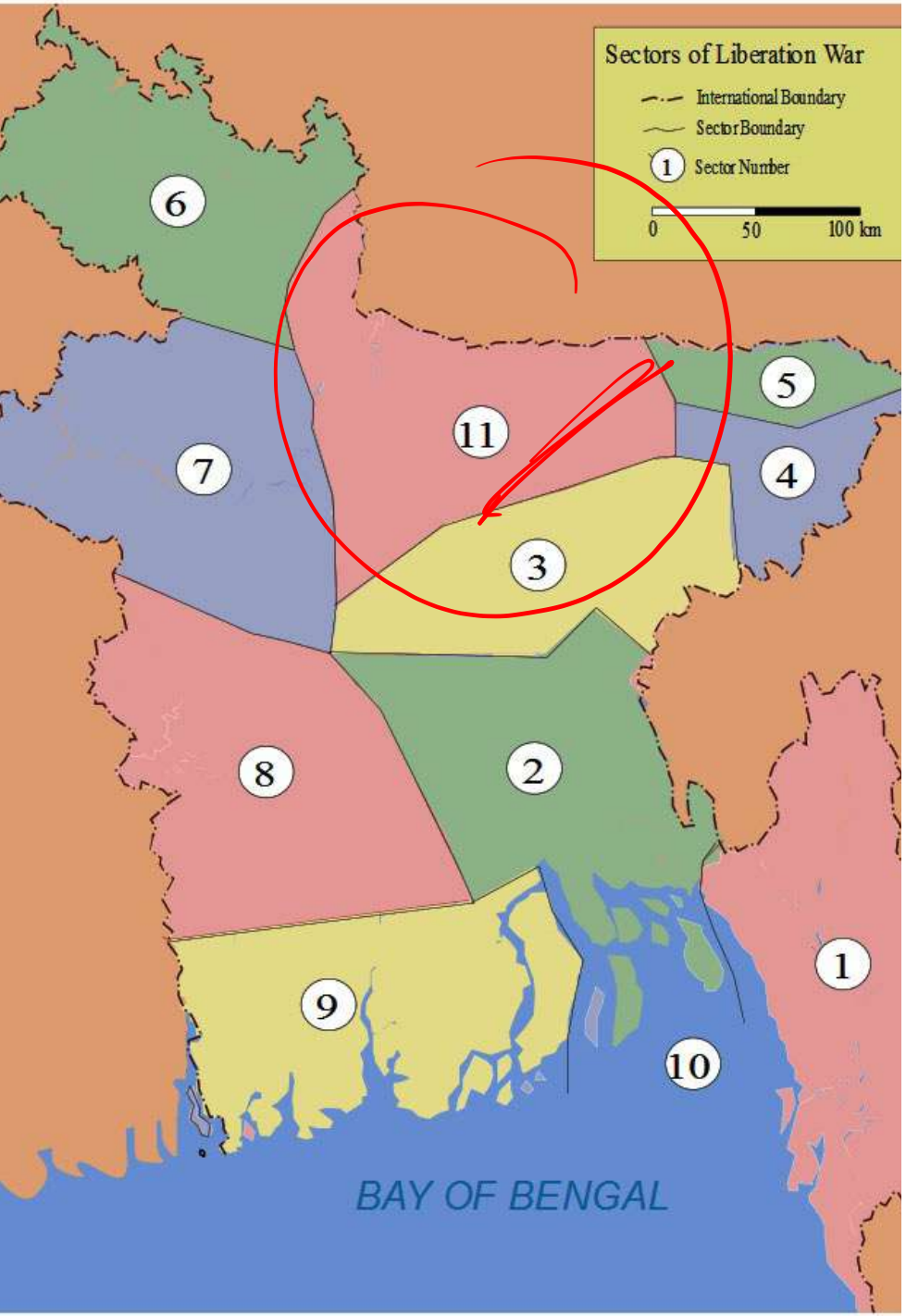

১১নং সেক্টর

- কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।
- সদর দপ্তর: মহেন্দ্রগঞ্জ।

কমান্ডার: মেজর আবু তাহের

- চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম- সেক্টর-১
- ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, টাঙাইল- সেক্টর-১১
- রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ- সেক্টর-০৭
- ঢাকা- সেক্টর-২, ৩
- কুমিল্লা- সেক্টর-২
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া- সেক্টর-২
- সিলেট- সেক্টর-৪, ৫
- রংপুর, দিনাজপুর- সেক্টর-৬

- কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর- সেক্টর-৮
- খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী- সেক্টর-৯
- সুন্দরবন- সেক্টর-৯
- মুজিবনগর- সেক্টর-৮

- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর ছিল- ২নং সেক্টরের অধীনে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা জেলা ছিল- ২নং ও ৩নং সেক্টরে।

- মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর ছিল ৮নং সেক্টরে।
- মুক্তিযুদ্ধে অনিয়মিত/ব্যতিক্রমী সেক্টর ছিল - ১০নং সেক্টর (নৌ-বাহিনীর সেক্টর)
- নৌবাহিনীর আটজন বাঙালি কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত সেক্টর - ১০নং সেক্টর।
- মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি জাহাজের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযানের নাম ছিল - অপারেশন জ্যাকপট।

যৌথ বাহিনী (The Joint Forces)

- গঠন: ২১ নভেম্বর, ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনী মিলে ‘যৌথ বাহিনী/ কমান্ড” গঠন করে
- ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে বলা হত: মিত্রবাহিনী
- মিত্রবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যৌথ যুদ্ধ করে: ৩-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ফিল্ড মার্শাল শ্যাম জামসেদজি মানকেশ

যৌথ কমান্ডের প্রধান ও ভারতের সেনাপ্রধান

জেএফআর’ জ্যাকব

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ

লে. জে জগজিৎ সিং অরোরা

যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার

৩ ডিসেম্বর

- পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা করে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

৬ ডিসেম্বর

- প্রথম জেলা হিসেবে যশোর হানাদার মুক্ত হয়।
- ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।
- দু'বাহিনীর (বাংলাদেশ-ভারত) আক্রমণে পাকিস্তানের সবকটি বিমান ধ্বংস হয়ে যায়- ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৬ ডিসেম্বর: প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা (যশোর)

সপ্তম নৌবহর

- যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী জাহাজগুলো নিয়ে সপ্তম নৌবহর গঠিত ছিল। পাকিস্তানকে সহযোগিতা করার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর নৌবহরটি বঙ্গোপসাগরে এসেছিল। সপ্তম নৌবহরের সবচেয়ে USS Enterprise। জাহাজটিতে ৭৫ টি জঙ্গি বিমান এবং পারমাণবিক বোমাও ছিল। কিন্তু সব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়।
- সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল - ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগর থেকে।

১২ ডিসেম্বর

- মেজর রাও ফরমান আলীর সভাপতিত্বে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা তৈরি করা হয়।

১৩ ডিসেম্বর

- যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়- ৩য় বার
- USSR- ৩ বারই ভেটো দেওয়ার কারণে যুদ্ধ বিরতি হয়নি।

১৪ ডিসেম্বর

- পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক ও বাঙালি ডা. মালেক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে রেডক্রসের নিয়ন্ত্রণাধীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল

- পরিচয়: দেশের প্রথম পাঁচ তারকা হোটেল (যুদ্ধকালীন নিরপেক্ষ এলাকা)
- পূর্ব নাম: শেরাটন এবং রূপসী বাংলা
- অবস্থান: ১ নং মিন্টো রোড, রমনা, ঢাকা (প্রতিষ্ঠা: ১৯৬৬ সাল) ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে এটি ছিল: No War Zone বা নিরপেক্ষ স্থান
- নিরপেক্ষ স্থান হিসাবে ঘোষণা করে: International Red Cross

১৪ ডিসেম্বর

- আল বদর ও আল শামস নামক দুটি ঘাতক বাহিনীর সহযোগিতায় হানাদার বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন অপারেশন

- Operation Blitz: বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে সামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার ষড়যন্ত্রই Operation Blitz।
- Operation Searchlight: পূর্ব পাকিস্তানে পাক সামরিক অভিযান।
- Operation Big Bird: বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি করার প্রক্রিয়ার নাম।
- Operation Jackpot: বঙ্গোপসাগরকে শত্রুমুক্ত করতে ১০নং সেক্টরের নৌবাহিনীর সদস্যরা যে অভিযান পরিচালনা করে তার সাংকেতিক নাম অপারেশন জ্যাকপট। পরিচিতি-"নৌ কমান্ডো পরিচালিত গেরিলা অপারেশন"।

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অপারেশন জ্যাকপটে নৌ-কমান্ডারদের আক্রমণের সাংকেতিক নির্দেশ দেয়া হতো – স্বাধীন বাংলা বেতারের গানে।
- Operation Kilo Flight: নবগঠিত (৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম ইউনিটের নাম কিলো ফ্লাইট।
- Operation Close Door: মুক্তিযুদ্ধের সময় সারাদেশে মানুষের কাছে যে অবৈধ অস্ত্র ছিল তা জমা নেওয়ার জন্য যে অভিযান পরিচালিত হয় তা অপারেশন ক্লোজডোর নামে পরিচিত।

চূড়ান্ত বিজয় ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

- চূড়ান্ত বিজয়: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বৃহস্পতিবার, বিকাল ৪ টা ৩১)
- স্থান: ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ: যৌথ বাহিনীর কাছে
- আত্মসমর্পণকারী সৈন্য: ৯১,৬৩৪ জন (প্রচলিত: ৯৩ হাজার)
- আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন: ২ জন। যথা- ১. যৌথ বাহিনীর পক্ষে: লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা ২. পাকিস্তানের পক্ষে: আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি
- বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন: এ.কে.খন্দকার

মুক্তিযুদ্ধে সম্মানসূচক খেতাব

বীরশ্রেষ্ঠ : ৭ জন

বীর-উত্তম : ৬৮ জন

বীরবিক্রম : ১৭৫ জন

বীরপ্রতীক : ৪২৬ জন

মোট খেতাবপ্রাপ্ত

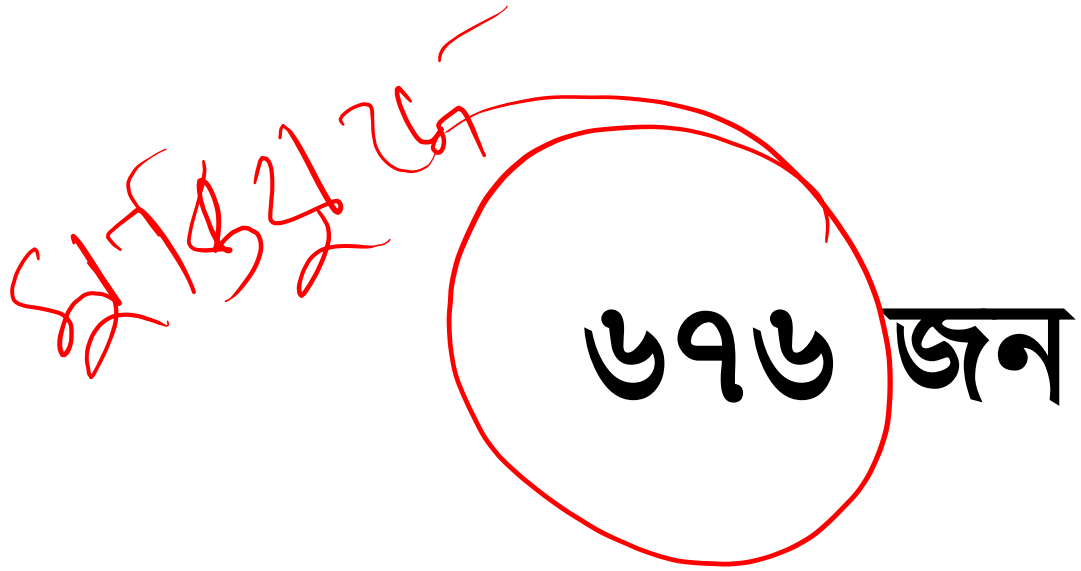

৬৭৬ জন

১৯৯২ সালের ১৫ ডিসেম্বর

জাতীয়ভাবে বীরত্বসূচক খেতাবপ্রাপ্তদের পদক ও রিবন প্রদান করা হয়।

খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন দুজন মহিলা

তারামন বিবি

(১১ নম্বর সেক্টর)

ড. সেতারা বেগম

(২ নম্বর সেক্টর)

কাঁকন বিবি

- মুক্তিবেটি নামে পরিচিত বীরযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা ও গুপ্তচর-কাঁকন বিবি।
- খাসিয়া সম্প্রদায়ে জন্ম, আসল নাম কাকন হেইঞ্জিতা।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিবাহিনীর হয়ে ৫ নং সেক্টরের গুপ্তচরের কাজ করেন।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা: ৫০৪ জন

মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র আদিবাসী বীরবিক্রম ইউ কে চিং মারমা।

জন্ম: বান্দরবান জেলায়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ইপিআর এর সদস্য হিসেবে ৬নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের জাতীয় দলের হকি খেলোয়াড়।

- বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি মুক্তিযোদ্ধা ডব্লিউএস ওয়াডারল্যান্ড।
- ২নং সেক্টরে গণবাহিনীর সদস্য হিসেবে যুদ্ধ করেন এবং পাকিস্তানি Baloch Regimentএর সাথে সম্পর্ক গড়ে গোপন তথ্য ২ নং সেক্টরের এটিএম হায়দারকে প্রদান করতেন।

- সর্বকনিষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল ইসলাম লালু (বীরপ্রতীক)
- তিনি যুদ্ধ করেন ১১ নং সেক্টরে।

- সর্বশেষ খেতাবপ্রাপ্ত বীর-উত্তম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল আহমেদ (কর্নেল নামেই পরিচিত)।

তাকে ১৫ এপ্রিল ২০১০ সালে **মরণোত্তর বীর-উত্তম** খেতাবে ভূষিত করা হয়। তাই মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য খেতাবপ্রাপ্ত বীর-উত্তম **৬৭** জন। কিন্তু মোট খেতাবপ্রাপ্ত বীর-উত্তম **৬৮** জন।

সংক্ষেপে ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ

১৯৭১ সালে শহিদ হওয়ার তারিখ	নাম	জন্ম	সেক্টর	সমাহিত
৮ এপ্রিল	ল্যান্সনায়েক মুন্সি আবদুর রউফ	ফরিদপুর	১ নং	নানিয়ার চর, রাঙামাটি
১৮ এপ্রিল	সিপাহী মোস্তফা কামাল	ভোলা	২ নং	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২০ আগস্ট	ফ্লাইট ল্যাফঃ মতিউর রহমান	ঢাকা। পৈত্রিক নিবাস: নরসিংদী		প্রথমে করাচির মাশরুর বিমান ঘাটি পরে মিরপুর বুদ্ধিজীবি কবরস্থান (২০০৬)
৫ সেপ্টেম্বর	ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	নড়াইল	৮ নং	যশোরের শার্শা উপজেলা
২৮ অক্টোবর	সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান	ঝিনাইদহ	৪ নং	প্রথমে ভারতের ত্রিপুরায়। পরে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান (২০০৭)
১০ ডিসেম্বর	স্কোয়াড্রন ইঞ্জিঃ রুহুল আমীন	নোয়াখালী	১০ নং	রূপসা, খুলনা
১৪ ডিসেম্বর	ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাংগীর	বরিশাল	৭ নং	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

আজ হাজারো মোম এর নূর জ্বলে।

সেক্টর :- ১,৪,৭,১০,২,০,৮

- আব্দুর রউফ (১)
- হা= হামিদুর রহমান (৪)
- জা= জাহাঙ্গীর(৭)
- রো= রুহুল আমিন(১০)
- মো= মোস্তফা কামাল (২)
- ম= মতিউর রহমান (০-কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেননি)
- নূ= নূর মোহাম্মদ (৮)

মোহাম্মদ নূর হোসেন ২৪৭৮১ টাকা নিয়ে মরুতে চলে গেল

- মো - সিপাহী মোস্তফা কামাল (২ নং সেক্টর)
- হা - সিপাহী হামিদুর রহমান (৪ নং সেক্টর)
- ম - ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (৭ নং সেক্টর)

→ সেনা

- নূ - ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ (৮ নং সেক্টর)
- র - ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফ (১ নং সেক্টর)

→ ইপিআর

- ম - ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (কোনো সেক্টরে যুদ্ধ করেননি)→বিমান বাহিনী
- রু - ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন (১০ নং সেক্টর)→নৌ বাহিনী

১ম ও শেষ শহিদ

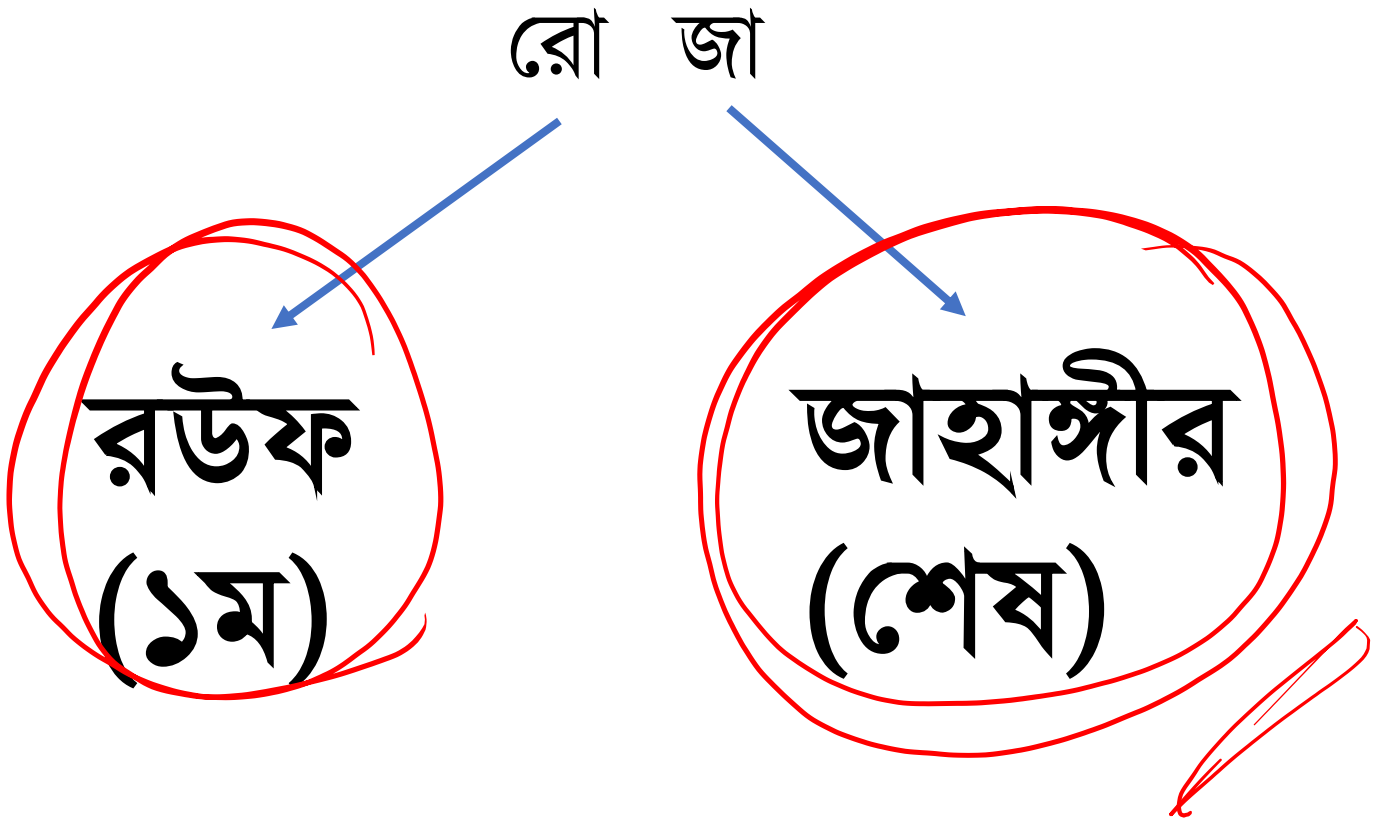

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ

	ভারত	সোভিয়েত ইউনিয়ন	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র	জাতিসংঘ
প্রেসিডেন্ট	ভিভিগিরি	নিকোলাই পদগর্নি		রিচার্ড নিক্সন	উ থান্ট (মহাসচিব)
প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী	আলেক্সাই কোসিগিন	এডওয়ার্ড হিথ		
			পররাষ্ট্রমন্ত্রী	উইলিয়াম পি রজার্স	
			নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	হেনরি কিসিঞ্জার	

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান

- **সাইমন ড্রিং-** তিনি ব্রিটিশ **"ডেইলি টেলিগ্রাফ"** এর সাংবাদিক ছিলেন। বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি বর্বরতার খবর প্রকাশ করেন।
- **অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস- পাকিস্তানের** মর্নিং নিউজ পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। তিনি লন্ডনে 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের দ্বারা গণহত্যার খবর প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার দুইটি বই- The rape of Bangladesh এবং Bangladesh: A legacy of Blood.

- **এলেন গিন্সবার্গ (মার্কিন কবি):** শরণার্থী দের নিয়ে তাঁর লেখা কবিতা September on Jessore Road। কবিতাটি ‘’নিউইয়র্ক টাইমস’’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- **আর্চার কেন্ট ব্লাড (বাংলাদেশে নিযুক্ত একজন আমেরিকান কূটনীতিক):** মুক্তিযুদ্ধকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের কনসাল জেনারেল। যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে তৎকালীন চলমান নৃশংসতা বন্ধে ব্যর্থ হওয়ায় কঠোর ভাষায় টেলিগ্রাম বার্তা পাঠান যা ব্লাড টেলিগ্রাম নামে পরিচিত। The Cruel Birth of Bangladesh - Memoirs of an American Diplomat (২০০২) গ্রন্থে গণহত্যার কথা উল্লেখ করেন।

- **রবি শংকর (ভারতীয় সেতারবাদক):** মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অর্থ সংগ্রহের জন্যে Concert for Bangladesh এর আয়োজন করেন।
- **জুলিয়ান ফ্রান্সিস (যুক্তরাজ্যের নাগরিক):** ১৯৭১ সালে ভারতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশিদের সাহায্য করেন। ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার Friends of Liberation War Honor পদকে ভূষিত করে। ২৩ জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন।
- **জর্জ হ্যারিসন (মার্কিন নাগরিক):** বিটলস ব্যান্ডের লিড গিটারবাদক। Concert for Bangladesh এর প্রধান শিল্পী ছিলেন। জর্জ হ্যারিসন রবি শঙ্করের আহবানে কনসার্ট ফর বাংলাদেশে যোগদান করেছিলেন।

- **জ্যা কুয়ে (ফ্রান্স):** ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্যারিসের আর্লি বিমানবন্দরে বাংলাদেশের জন্য জ্যা কুয়ে যাত্রীসহ বিমান ছিনতাই করেছিলেন। বিমানটি মুক্তি দেবার শর্ত দেওয়া হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য ২০ টন ওষুধ ওই বিমানে তুলে দিতে হবে, তাহলেই কেবল মুক্তি পাবে বিমানের সব যাত্রী।

Concert for Bangladesh

- তারিখ: ১লা আগস্ট, ১৯৭১
- স্থান: নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার
- ব্যান্ডদল: দ্যা বিটলস
- প্রতিষ্ঠাতা: জর্জ হ্যারিসন ও রবি শঙ্কর
- উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য করা

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা [**]

- সম্মাননা চালু: ২০১১
- মোট সম্মাননা পেয়েছেন: ৩২৮ জন ব্যক্তি ও ১০টি প্রতিষ্ঠান [৭টি ধাপে]
- বিদেশিদের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মাননা: ০৩টি

সম্মাননার ক্রম	সম্মাননার নাম	সংখ্যা	সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য
সর্বোচ্চ	বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (Bangladesh Freedom Honour)	০১ জন	শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী (ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী)
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ	বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা (Bangladesh Liberation War Honour)	১৫ জন	▪ ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি ▪ কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ট্রুডো ▪ ব্রিটিশ ত্রাণকর্মী জুলিয়ান ফ্রান্সিস (অক্সফাম) ▪ যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লর্ড উইলসন
তৃতীয় সর্বোচ্চ	বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা (Friends of Liberation War Honour)	৩১২ জন ও ১০টি প্রতিষ্ঠান	আকাশবাণী, বিবিসি, রেডক্রস, অক্সফাম, UNHCR, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি

স্মরণীয় যারা

জিয়াউর রহমান

- ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি, বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ি গ্রামে জন্ম নেন।
- ১৯৫৭ সালে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করেন।
- ২৬ মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে প্রথমবার স্বাধীনতার ঘোষণা করেন, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের বার্তা পৌঁছাতে সহায়তা করে। পরদিন ২৭ মার্চ তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পুনরায় পাঠ করেন।
- এপ্রিল-জুন: ১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার, জুন-আগস্ট: ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন তিনি।
- পরবর্তীতে, Z ফোর্স গঠন করেন তিনি।

- বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে "বীর উত্তম" উপাধিতে সম্মানিত করে।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ছিলেন- উপসেনাপ্রধান এবং ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট সেনাপ্রধান হন;
- খালেদ মোশাররফ কর্তৃক সেনাপ্রধান থেকে পদচ্যুত ও বন্দি হন- ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর
- পাল্টা অভ্যুত্থানে তিনি মুক্ত হন- ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর
- বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন- মেজর জিয়াউর রহমান
- ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে "জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)" প্রতিষ্ঠা করেন।
- ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাগদলের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন। দেশের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হন।

- ২৮ আগস্ট জাগদল বিলুপ্ত করে ১ সেপ্টেম্বর "বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)" গঠন করেন, যা পরবর্তীকালে দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।
- সংবিধানের প্রস্তাবনায় "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" যুক্ত করেন। অনুচ্ছেদ ৮(১) ও ৮(১ক)-এ "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" উল্লেখ করা হয়।
- "বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ" ধারণার প্রবর্তন করেন।
- অর্থনৈতিক সংস্কার যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে খালকাটা কর্মসূচি, বেসরকারি খাত উন্নয়ন ও ১৯ দফা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

- চীন, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেশের বৈদেশিক সম্পর্ককে পুনর্গঠন করেন।
- দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) প্রতিষ্ঠার ধারণা প্রথম তিনিই উত্থাপন করেন।
- ১৯৭৬: একুশে পদক প্রবর্তন করেন ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেন ।
- ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন।
- সমাধি: ঢাকার শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত, যা "জিয়া উদ্যান" নামে পরিচিত।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

(Bangladesh Nationalist Party - BNP)

- প্রতিষ্ঠা: ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮
- প্রতিষ্ঠাতা: শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- প্রতিষ্ঠাতাকালীন নাম: জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক

- শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক বাঙালি রাজনীতিবিদ। মানুষের নিকট তিনি শেরেবাংলা এবং হক সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন।
- ১৯৩৫ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি মেয়র নির্বাচিত হন এবং তিনি প্রথম মুসলিম মেয়র।
- ১৯৪৭ সালের নির্বাচনে তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তার কৃষক প্রজা পার্টির স্লোগান ছিল 'লাঙ্গল যার জমি তার ঘাম যার দাম তার'।
- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

- বাঙালি রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ১৮৯২ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯২৪ সালে কলকাতা পৌরসভার ডেপুটি মেয়র হন এবং মেয়র ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস।
- ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
- এছাড়া ৫৬ থেকে ৫৭ তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৯৬৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন হাজী শরাফত আলী খান।
- বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত- "মজলুম জননেতা"
- ফারাক্কা লং মার্চ: ফারাক্কা বাঁধের ফলে নদীর নাব্যতা কেড়ে নেয়ার আশঙ্কায় ও পানি নায্য হিস্যার দাবীতে ১৯৭৬ সালের ১৬ মে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে লাখ লাখ মানুষ রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দান থেকে মরণ বাঁধ ফারাক্কা অভিমুখে লং মার্চে অংশ নেন ও লং মার্চ শেষে কানসাট হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সেদিন থেকেই ১৬ মে ফারাক্কা দিবস নামে পরিচিতি লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- তিনি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়েরা খাতুন।
- ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন, যা পরবর্তীতে স্বাধীনতার ভিত্তি হয়।
- ১৯৬৯ সালে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত হন।
- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।
- ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ: "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম..."
- ২৫শে মার্চ রাতে গ্রেফতার হন।

- ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ।
- ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি হয়ে একদলীয় ব্যবস্থা (বাকসাল) চালু করেন।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনাসদস্য বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে হত্যা করে।

তাজউদ্দীন আহমদ

- তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং একজন সৎ, নীতিবান ও দূরদর্শী নেতা।
- ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৭ এপ্রিল তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সকল প্রশাসনিক, কূটনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন—প্রথম বাজেট, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পনীতি, বিদেশি সহায়তা আদায় ইত্যাদি তার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।
- দলের ভেতরে মতপার্থক্যের কারণে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়।
- ৩ নভেম্বর ১৯৭৫—ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্য তিন জাতীয় নেতার সঙ্গে তাঁকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

জুলাই বিপ্লব

- ৫ জুন: ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর জারি করা সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণা করে।
- -১ জুলাই: শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে এবং 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়।
- ৬ জুলাই: 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির ঘোষণা।
- ১৬ জুলাই: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত।
- ১৭ জুলাই: 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচির ঘোষণা।
- ১৮ জুলাই: বিইউপি শিক্ষার্থী মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ পুলিশের গুলিতে নিহত।
- ১৯ জুলাই: আন্দোলনকারীদের নয় দফা দাবি পেশ।

জুলাই বিপ্লব

- ২১ জুলাই: সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী নতুন কোটাব্যবস্থা নির্ধারণ। নতুন বিন্যাস অনুযায়ী, মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫%, কোটা সংরক্ষিত রাখা হয়। অবশিষ্ট ৯৩% পদ মেধার ভিত্তিতে পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা এই নতুন বিন্যাস প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যায়, যা পরবর্তীতে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।
- ২৭ জুলাই: আন্দোলনকারীদের ধরতে 'ব্লক রেইড' পরিচালনা।
- ৩০ জুলাই: সহিংসতায় নিহতদের স্মরণে রাষ্ট্রীয় শোক দিবস ঘোষণা ও 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচির আহ্বান।
- ৩ আগস্ট: সরকারের পদত্যাগের দাবিতে শহীদ মিনারে গণসমাবেশ।
- ৫ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন, সেনাপ্রধান অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা করেন।
- **আন্দোলনকারীরা দিনটিকে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' ও '৩৬ জুলাই' হিসেবে অভিহিত করেন।**

তথ্যকণিকা

- বাংলা ব্লকেড: ৬-১২ জুলাই।
- কমপ্লিট শাটডাউন: ১৮-২২ জুলাই।
- মার্চ ফর জাস্টিস: ৩১ জুলাই।
- রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ: ১ আগস্ট।
- দ্রোহযাত্রা: ২ আগস্ট।
- মার্চ টু ঢাকা: ৫ আগস্ট।
- রেজিস্ট্যান্স উইক: ১৩-১৯ আগস্ট।
- শহিদী মার্চ: ৫ সেপ্টেম্বর।

তথ্যকণিকা

- "বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর" - আবু সাঈদের অভিব্যক্তি।
- 'পানি লাগবে পানি?' – হৃদয়স্পর্শী এ আবেদন মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
- ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে – Generation Z বা Gen Z-এর আন্দোলন বলা হয়।
- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দেয়ালচিত্র সংকলিত গ্রন্থ – Art of Triumph.
- বিশ্বব্যাংকের আয়োজিত দেয়ালচিত্র প্রদর্শনীর শিরোনাম – Paint the Sky, Make it Yours: Future Bangladesh in the Eyes of the Youth.
- 'আওয়াজ উডা' (প্রতিবাদী হিপহপ গান) – র‍্যাপার হান্নান হোসাইন শিমুল।

তথ্যকণিকা

- জুলাই হত্যাকাণ্ড তদন্তকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা – জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন।
- ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাদুঘরে রূপান্তরিত স্থাপনা – গণভবন (শেরেবাংলা নগর, ঢাকা)।
- গণভবন জাদুঘরের নাম – জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর
- julyprotest.com: ছাত্র-জনতার বিপ্লব সম্পর্কিত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন।
- বাংলাদেশ স্টাডিজ কোর্সে জুলাই অভ্যুত্থানের অন্তর্ভুক্তি – বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর (৩০ অক্টোবর ২০২৪)।

তথ্যকণিকা

- আহতদের পরিবারকে সহায়তা প্রদানের জন্য গঠিত ফাউন্ডেশন – জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন, গঠন: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
- 'উন্নত মম শির' (শহীদ আবু সাঈদকে নিয়ে অঙ্কিত শিল্পকর্ম) – শিল্পী শহীদ কবির।
- 'আসছে ফালগুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হব' উক্তির স্রষ্টা – জহির রায়হান (উপন্যাস: আরেক ফাল্গুন)।
- ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকে 'মনসুন অভ্যুত্থান' আখ্যা দেন – ড. মুহাম্মদ ইউনূস (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।
- 'নাটক কম করো পিও!' কার্টুনের শিল্পী – র‍্যাটস আসিফ।

গ্রাফিতি

- শব্দটি ইতালিয়ান 'Grafitiato' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'খচিত'। গ্রাফিতি হলো একধরনের কাউন্টার কালচার, যা প্রচলিত সংস্কৃতির বিপরীত।
- ১৯৯০-এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে 'কষ্টে আছি আইজুদ্দিন' লেখার মাধ্যমে গ্রাফিতির শুরু হলেও প্রকৃত গ্রাফিতির শুরু হয় 'সুবোধ'-এর মাধ্যমে।

ধন্যবাদ